দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 25 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

যৌন নিপীড়নের ঘটনায় বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ তোলপাড়, লজ্জায় ছাত্রীটি ক্যাম্পাস ছেড়েছে

শিক্ষক রয়েছেন বহাল তবিয়তে

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ॥ একটি যৌন নিপীড়নের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ এখন তোলপাড়। যৌন নিপীড়ণের শিকার ছাত্রীটি নিজেই সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছেন কলেজ অধ্যক্ষ ও বিএমএ'র সাধারণ সম্পাদকের কাছে। অধ্যক্ষ ও বিএমএ সম্পাদক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। অপরদিকে ঐ শিক্ষক বলেছেন এমন কোন (২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বারেক খান ফোনে জানান, বেশ কয়েকদিন আগে ঐ ছাত্রী এসে এমন একটি অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি তারপর আর লিখিত অভিযোগ নিয়ে আসেনি, যে কারণে এ নিয়ে পরে আর আগানো হয়নি। বিএমএ'র বরিশালের সাধারণ সম্পাদক ও বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমানও ফোনে একই কথা বলেন। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শিক্ষক ও সার্জারি বিভাগের প্রধান প্রফেসরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি তাঁর চেম্বারে। তিনি প্রথমে তাঁর চেম্বারে যাবার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি ছাত্রীটির নাম জিজ্ঞাসা করেন। নাম বলা হলে তিনি বলেন, 'না এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।'

যৌন নিপীড়নের ঘটনায়

(প্রথম পাতার পর) ঘটনা ঘটেনি। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ঐ ছাত্রী লজ্জায় এখন ক্যাম্পাস ছেড়েছে। শিক্ষক রয়েছেন বহাল তবিয়তে। তারপরও এক কান থেকে আরেক কানে ছড়াতে ছড়াতে তা ক্যাম্পাসের বাইরে চলে এসেছে। এ তথ্য ক্যাম্পাস সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র জানিয়েছে, কলেজের ২৮তম ব্যাচের চূড়ান্ত পেশাদারী পরীক্ষার্থী এই ছাত্রীর বাড়ি ঢাকায়। চলতি মাসের শুরুতে চূড়ান্ত পেশাদারী পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগে ঐ ছাত্রীর এ সর্বনাশ ঘটে। ঐ ছাত্রীটি পিঠে ব্যথায় ভুগছিল। আর এ কারণে নির্ধারিত দিনে তার পক্ষে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়া সম্ভব ছিল না। আর এ কারণে ঐ ছাত্রীটি যায় নগরীর সদর রোডে অবস্থিত সার্জারি বিভাগের প্রধানের চেম্বারে। ছাত্রীটি চেম্বারে ঢোকার পর ঐ শিক্ষক তাকে যৌন নিপীড়ন করেন বলে অভিযোগ। শোকলজ্জার কারণে ঐ তরুণী কোন টু শব্দটি করার সাহস পায়নি চেম্বারে বসে। সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর ছাত্রীটি তার কক্ষে ফিরে খুব কান্নাকাটি করে। পরদিন কলেজ অধ্যক্ষ আঃ বারেক খানের কাছে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ করে যৌন হয়রানির। এ সময় সেখানে বিএমএ বরিশালের সাধারণ সম্পাদক ডা. হাবিবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি মুহূর্তেই ক্যাম্পাসের শিক্ষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ঐ ছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য বেশ কয়েক শিক্ষক, নেতৃস্থানীয় কয়েক ইন্টার্নী চিকিৎসকের মাধ্যমে চেষ্টা চালান। কিন্তু ঐ ছাত্রীটি পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যায়। ঐ ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে এমন একজন আমাদের নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ছাত্রীটি আরও ভেঙ্গে পড়ে। এদিকে ক্যাম্পাসে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির আরও অনেক অভিযোগ জানিয়েছেন। ৩০তম ব্যাচের এক ছাত্রীকে ওয়ার্ড পরিদর্শনের সময় ছাত্রীর শরীরের স্পর্শকাতর অংশে কনুই দিয়ে গুঁতো দেন। ছাত্রীটি এর প্রতিবাদ করলে তিনি ঘটনাটি অসতর্কভাবে ঘটেছে বলে 'সরি' বলেন। মেডিক্যাল কলেজের অনেক রোগীও তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় এ ধরনের অভিযোগ করেছে বলে শোনা যায়। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর আঃ